দাম্পত্যের ছন্দপতন

মাজদি মুহাম্মাদ আশ-শাহাভি
সাইয়েদ মুবারক

অনুবাদ
১ম অংশ: আয়াতুল্লাহ নেওয়াজ
২য় অংশ: মাওলানা ফয়জুল্লাহ নুমান

সম্পাদনা
মুফতি মাহমুদুল হক

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা
ফজলে মুন

বানান
উমেদ

দাম্পত্যের ছন্দপতন

মাজদি মুহাম্মাদ আশ-শাহাভি
সাইয়েদ মুবারক

ওয়াফি পাবলিকেশন

দাম্পত্যের ছন্দপতন

মাজদি মুহাম্মাদ আশ-শাহাভি, সাইয়েদ মুবারক
গ্রন্থস্বত্ব © ওয়াফি পাবলিকেশন

প্রথম বাংলা সংস্করণ
মার্চ ২০২১

ISBN: 978-984-95013-4-3

www.wafipublication.com
+880 1741 992 664

অনলাইন পরিবেশক: www.wafilife.com

মূল্য : টাকা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক, ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

Madarijus Salikin: Allahor Pane Jattra—Bengali version of 'Madarijus Salikin' by Allama Ibnul-Qaiyyim, translated by Mawlana Nayim Abu Bakr, published by Wafi Publication of Bangladesh.

ওয়াফি পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নিচ তলা, প্রথম গলি, প্রথম দোকান।
বাংলাবাজার, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের ওপর।

দাম্পত্য—এক অন্যরকম জগৎ। যে জগতে দুটো মানুষ—দুজনই নতুন। এ নতুন জগতের বাঁকে-বাঁকে অপেক্ষা করে আনন্দ-বেদনার কতশত গল্প! সময়ের সাথে দুজনে মিলে আবিষ্কার করে সেসব। আবিষ্কার করে এ জগতের নানা রূপ-রসায়ন। অবশ্য দাম্পত্যের জটিল রসায়নে মাথা ঘোরেনি এমন দম্পতি খুব কমই পাওয়া যাবে। মহান রব নারী-পুরুষ দুজনকে সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো প্রকৃতিতে। এই ভিন্ন প্রকৃতির মহিমায় তারা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে জীবনভর পাশে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো অবস্থা এমনও দাঁড়ায়, দুজনের ভাষা দুজনের কাছে দুর্বোধ্য লাগে। শুরু হয় নানা বিপত্তি। হন্যে হয়ে আমরা সমাধান খুঁজে ফিরি।

কিন্তু কী করে সমাধান পাব? ছাত্রজীবনে জগৎসংসারের নানা বিদ্যে আমাদের ধরে-বেঁধে খাইয়ে দেওয়া হলেও পরিবার-সংসারের কিছুই তেমন শেখানো হয় না। এজন্য আমাদের আলাদা করে সময় দিতে হবে। দাম্পত্য ও প্যারেন্টিং নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে। এই প্রস্তুতির শুরু হওয়া উচিত বিয়েরও আগে থেকে।

দাম্পত্য বিষয়ক এটি আমার অনূদিত দ্বিতীয় বই। পরিবার বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা আমাদের জানা প্রয়োজন। তাঁর শিক্ষাগুলো মানতে পারলে যেকোনো পরিবারে শান্তির সুবাতাস বইতে বাধ্য। তাঁর প্রতি ভালোবাসা-শ্রদ্ধায় তাই তো বুকটা ভরে ওঠে। কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে সেই রবের প্রতি যিনি আমাদের না শেখালে, না হেদায়াত দিলে জীবনটা হতো ভয়ংকর নরকের মতো! আল্লাহ ﷻ ও

তাঁর রসূলে ﷺ-এর শেখানো পথে চললে জীবনটা কত সহজ হয়ে যায়! আর এমনটাই তো হবার কথা! মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কে ভালো জানবে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে?

অনুবাদ করতে গিয়ে একটা বই বারবার পড়া লাগে। এতে বইটা ভালোভাবে আত্মস্থ হয়ে যায়। এ কারণে পছন্দের বিষয়ে বই অনুবাদে আনন্দ পাই। ভালো লাগে লেখালেখি নিয়ে আড্ডা দিতে। এই বইটি অনুবাদে বন্ধু জাহিদের নাম প্রথমেই আসবে। অনুবাদ-আড্ডায় কেটেছে আমাদের অনেকগুলো সন্ধ্যা। তার সাহায্য-পরামর্শে বইটি পেয়েছে অন্য মাত্রা। আল্লাহ ﷻ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

বন্ধুপ্রতিম মহিউদ্দীন রূপম ভাইয়ের কথা না বললে অন্যায় হবে। অনুবাদচর্চায় ভাইয়ের হাতের কথা সুবিদিত! সময়ে-অসময়ে বহুবার বিরক্ত করেছি ভাইকে। সব সময় হাসিমুখে তাকে সাথে পেয়েছি। তাকেও আল্লাহ ﷻ উত্তম প্রতিদান দিন।

পাঠকের কাছে দু'আর দরখাস্ত রইল আমার মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তানের জন্য, যাদের সাথে হাতে-কলমে শিখেছি—এখনো শিখছি পরিবারজীবনের খুঁটিনাটি। পরিশেষে ওয়াফি পাবলিকেশনসহ এই বইয়ের সাথে জড়িত সকলের জন্য দু'আর আর্জি রইল। আল্লাহ ﷻ যেন আমাদের এই কাজটি তাঁর দ্বীনের খেদমত হিসেবে কবুল করেন!

আয়াতুল্লাহ নেওয়াজ
ayatnawaz9@gmail.com
২৩ সফর, ১৪৪২ হিজরি

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই আশ্রয় চাই; তাঁরই কাছে ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের নাফসের সকল অনিষ্টতা ও সকল কৃতকর্মের ভুল-ভ্রান্তি থেকে তাঁরই কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ ﷻ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না। আল্লাহ ﷻ কাউকে সঠিক পথের দিশা না দিলে তাকে কেউ তা দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ ﷻ ছাড়া সত্যিকার উপাস্য আর কেউ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।"[১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"হে মানুষ, তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকেও সৃষ্টি করেছেন, আর ওই দুজন থেকেই অনেক নর-নারী (সৃষ্টি করে পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে (নিজ নিজ অধিকার) চেয়ে থাকো। রক্ত-সম্পর্কের ব্যাপারেও সাবধান থেকো। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন।"[২]

---

১. আল-কুরআন, ০৩ : ১০২

২. আল-কুরআন, ০৪ : ০১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কাজগুলো সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, অবশ্যই সে বড় সাফল্য লাভ করল।"[১]

নিশ্চয়ই সবচেয়ে সত্য বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্দেশনাই হলো সবচেয়ে সঠিক পথনির্দেশ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো দ্বীনের মাঝে নব-উদ্ভাবিত বিষয়গুলো। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নব-উদ্ভাবিত বিষয় হলো বিদ'আহ, আর প্রত্যেক বিদ'আহই পথভ্রষ্টতা; আর সব পথভ্রষ্টতার শেষ পরিণতি হলো জাহান্নাম।

সুখী সংসার মানুষের জন্য শান্তির নীড়। সহমর্মিতা, সমবেদনা আর ভালোবাসায় এ নীড় থাকে ভরপুর—আর মতভেদ-অশান্তি যতটা সম্ভব কম থাকে। সুখী সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একদমই সমস্যা থাকে না—এমন নয়; কিছু মতভেদ তো থাকেই। পার্থক্য হলো—কিছু দম্পতি জানেন এসব মতভেদ তৈরি হলে কীভাবে সামাল দিতে হয়, মানিয়ে নিতে হয়। আর কিছু দম্পতি এসব কৌশল একেবারেই জানেন না।

অজ্ঞতাবশত তারা একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন—সামান্য মতভেদ থেকে বিশাল যুদ্ধ বাধিয়ে ফেলেন। শুরুর দিকে এ খণ্ডযুদ্ধগুলো সন্ধির মধ্য দিয়ে শেষ হয়। একপর্যায়ে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলতে থাকে, আর সন্ধির বদলে জয়-পরাজয় মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে কেউ কি জিততে পারে? একসময় দুজনেই হেরে যায় তালাকের কাছে—ভেঙে ভেঙে খানখান হয় একটি পরিবার। খুব দুঃখের সাথে এখন অনেক ডিভোর্স হতে দেখা যাচ্ছে, যার কারণ মানিয়ে চলায় ব্যর্থতা নয়; বরং স্বামী-স্ত্রীর একজন বা উভয়ের তুচ্ছ মতভেদকে অনেক বড় করে তোলা।
ইসলাম সুখী দাম্পত্য জীবনের পথ দেখিয়েছে। যে দম্পতি ইসলামের শিক্ষার ওপর

১. আল-কুরআন, ৩৩ : ৭০-৭১

যত বেশি অবিচল থাকে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তারা তত সুখী জীবনযাপন করে।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এ বইয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে সুখী দাম্পত্য জীবনের শক্ত ভিত গড়ে তোলা যায়—কোথা থেকে আসে নানা সমস্যার ঝড়-ঝাপটা, সেসবের মাঝে কীভাবে টিকে থাকতে হয়, এগিয়ে যেতে হয়। আমি আল্লাহর কাছে সরল পথে চলার হেদায়াত চাই। সকল প্রশংসা তো সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টার জন্যই!

মাজদি মুহাম্মাদ আশ-শাহাভি
শিরবাস, ফাস্কুর, দিমইয়াত, মিশর।
৫ মার্চ, ১৯৯৬

সূচিপত্র

[১ম অংশ]

অনুবাদকের কথা ০৪

লেখকের কথা ০৭

১৯ | প্রথম অধ্যায়

সুখী দাম্পত্যের চাবিকাঠি ১৯

সুখী দাম্পত্যের ভিত্তি ২০

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি ২১

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য ২৫

স্বামীর সেবা করা ২৬

স্বামীর আনুগত্য করা ২৮

স্বামীর আনুগত্যের মর্যাদা ২৯

ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা ৩০

দয়া ও ধৈর্য যখন হাতিয়ার ৩১

ছোট ছোট ভুল ৩৩

স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণ ৩৪

স্ত্রীর শারীরিক চাহিদা পূরণ ৩৬

শারীরিক সম্পর্কের আগে প্রস্তুতি ৩৯

নফল ইবাদাত নাকি স্বামীর চাহিদা পূরণ ৪০

স্বামীর কাছে অপরের সৌন্দর্য বর্ণনা করা ৪২

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা বাইরে প্রকাশ করা ৪৪

১৯ | প্রথম অধ্যায়

সুখী দাম্পত্যের চাবিকাঠি ১৯
পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জা ৪৫
স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা ৪৯
নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ৫০
শ্বশুরবাড়িতে ভারসাম্য রক্ষা ৫২
বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা ৫৬
বাসায় কাজের মহিলা রাখা ৫৭
বাইরে পোশাক পরিবর্তন করা ৫৮
অতীত নিয়ে অহেতুক জোরাজুরি ৫৯
সন্দেহ তৈরির সুযোগ না রাখা ৬০
পরিবারের জন্য খরচ করা ৬১
স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা ৬৩
হালাল খেলাধুলা ও বিনোদন ৬৪

৬৭ | দ্বিতীয় অধ্যায়

পারিবারিক অশান্তির কিছু কারণ ৬৭
গাইরতে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি ৬৮
তরবারির চেয়েও ধারালো অস্ত্র ৭৭
অসার বিনোদন ৮১
স্ত্রীর সাথে রুক্ষ আচরণ ৮২
বিয়ের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি ৮৪
লোভ ও কৃপণতা ৮৮
নিজেদের কাজে ভারসাম্য না রাখা ৯০

৬৭ | দ্বিতীয় অধ্যায়

পারিবারিক অশান্তির কিছু কারণ ৬৭

স্ত্রীর কাজে নাক গলানো ৯১

সন্তান জন্মদানে ব্যর্থতা ৯১

আরও কিছু বিষয় ৯৪

৯৫ | তৃতীয় অধ্যায়

সন্ধি করবেন যেভাবে ৯৫

দ্বন্দ্ব নিরসনে স্বামীর করণীয় ৯৬

দ্বন্দ্ব নিরসনে স্ত্রীর করণীয় ১০৩

দ্বন্দ্বের সময় পাঁচটি মারাত্মক ভুল ১১১

১.মনের কথা ও অনুভূতি চেপে রাখা ১১১

২.দ্বন্দ্বের মাঝে অন্যকে ডেকে আনা ১১১

৩.তুচ্ছ কারণে আদালতে যাওয়া ১১২

৪.অপরের আত্মমর্যাদায় আঘাত করা ১১৩

৫.সন্তানদের সামনে ঝগড়া করা ১১৪

শেষ কথা ১১৪

[২য় অংশ]

অনুবাদকের কথা ১১৭

ভূমিকা ১২২

১২৫ | চতুর্থ অধ্যায়

বিবাহ মানবজাতির স্বভাবসুলভ বিষয় ১২৫

বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান ১২৯

১২৫ | চতুর্থ অধ্যায়

বিবাহ মানবজাতির স্বভাবসুলভ বিষয় ১২৫

বিবাহ্ সামাজিক প্রয়োজন ১৩১

বিবাহের সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ স্তর ১৩২

স্ত্রী নির্বাচন ১৩২

স্বামী নির্বাচন ১৩৪

বাসররাতের আদব-কায়দা ১৩৫

১৩৭ | পঞ্চম অধ্যায়

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার ১৩৭

১. ন্যায়পন্থায় তার দেখাশোনা করা ১৩৮

২. স্ত্রীকে ধর্মশিক্ষা প্রদান ১৪০

৩. প্রার্থিত বস্তু দিয়ে খুশি করা ১৪৩

৪. স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ করা ১৪৪

৫. মোহ্রানার অধিকার আদায় করা ১৪৬

১৪৯ | ষষ্ঠ অধ্যায়

স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারসমূহ ১৪৯

১. স্বামীর আনুগত্য করা ১৫০

২. অনুমতি ব্যতিত কাউকে ঘরে না আনা ১৫১

৩. স্বামীকে আনন্দিত রাখার উপায় ১৫৪

৪. সুখে-দুঃখে ধৈর্যের সঙ্গে পাশে থাকা ১৫৬

১৬১ | সপ্তম অধ্যায়

দাম্পত্য আচার-আচরণ সম্পর্কে কিছু জরুরি উপদেশ ১৬১

১.সত্যিকারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ১৬২

মুখ ও দাঁতের পরিচ্ছন্নতা ১৬২

পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য ১৬৩

স্বাস্থ্যের যত্ন ও পরিচর্যা ১৬৩

খতনা ১৬৪

নাভির নিচের পশম কাটা ১৬৪

নখ কাটা ১৬৫

বগলের পশম উপড়ানো ১৬৫

গোঁফ ছাঁটা ১৬৫

২.স্ত্রীসংসর্গের পূর্বে শৃঙ্গার করা ১৬৫

৩. হায়েজের সময় সংগমের বিধান ১৬৭

৪. হায়েজের সময় স্ত্রী-সুখভোগ ১৬৯

৫. স্ত্রীর পায়ুপথে সংগম নিষেধ ১৭০

৬. বিবস্ত্র করা ও সতর দেখা ১৭১

৭. দ্বিতীয়বার সংগম করতে চাইলে ১৭৩

৮. একখণ্ড কাপড় সঙ্গে রাখা ১৭৩

৯. গোপন কথা প্রকাশ না করা ১৭৪

১০.জানাবতের গোসল পদ্ধতি ১৭৪

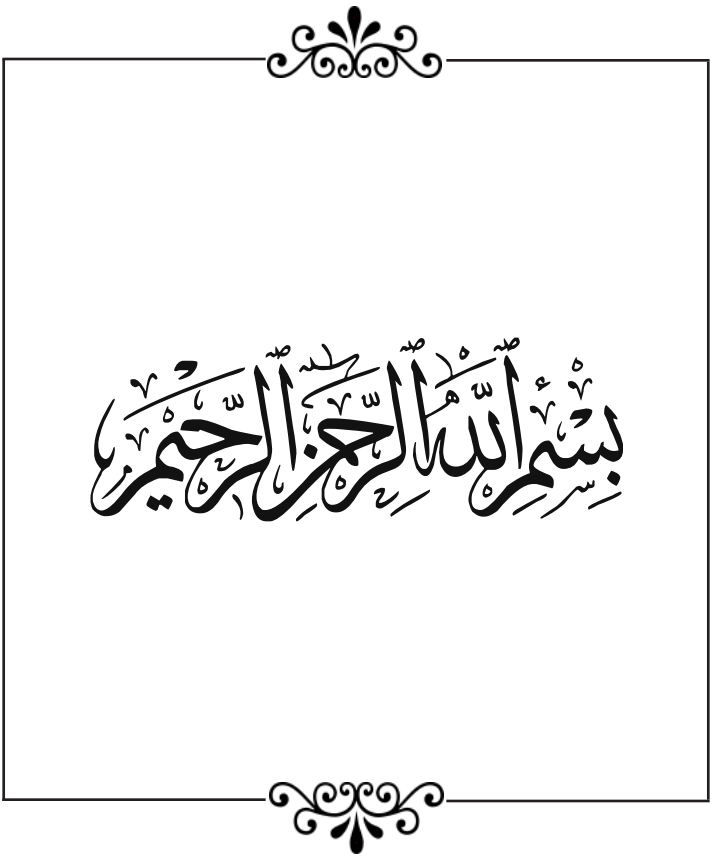
بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

সুখী দাম্পত্যের চাবিকাঠি

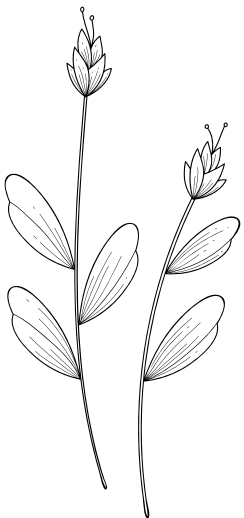

সুখী দাম্পত্যের ভিত্তি

বিয়ের সময় কখনো কি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'কেন বিয়ে করছি?' বিয়ে কি নিছকই দুটো দেহ-মনের মিলন? চলুন, ফিরে যাই ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। জেনে নিই, ইসলাম কীভাবে দেখে বিয়েকে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"তাঁর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।"[১]

ইসলামে বিয়ের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুখী বন্ধন গড়ে তোলা—যেন দুটো প্রাণ একে অপরের মাঝে প্রশান্তি খুঁজে পায়। এজন্য সুখী দাম্পত্য বলতে কী বোঝায়, কীভাবে তা অর্জন করতে হয়, ধরে রাখতে হয়—এসবই আমাদের জানা প্রয়োজন। রসূলুল্লাহ ﷺ এ সবকিছুই আমাদের বিশদভাবে শিখিয়ে গিয়েছেন।

সুখী সংসারের অনেক নিয়ামক রয়েছে। সুখ কখনোই শুধু শারীরিক সম্পর্ক দিয়ে লাভ করা যায় না। হ্যাঁ, স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ একান্ত মুহূর্তগুলো সুখী সম্পর্ক গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর পাশাপাশি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে কতটা স্বাচ্ছন্দ্যে সময় কাটাচ্ছেন, অর্থনৈতিকভাবে তারা কতটা সন্তুষ্ট—এসবও খেয়াল রাখা দরকার। উভয়ের ব্যক্তিত্বে মিল, ধর্মীয় বিষয়গুলোতে একই দৃষ্টিভঙ্গি—এসবও সম্পর্কের ওপর বেশ ভালো প্রভাব রাখে।

সুখী সংসারের মজবুত ভিত গড়ার পথ ইসলাম আমাদের বাতলে দিয়েছে, শিখিয়েছে নানা মূলনীতি। এই মূলনীতিগুলো মেনে চললে দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্য নিজে থেকেই চলে আসে। এ রকম কিছু মূলনীতি আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করব।

---

১. আল-কুরআন, ৩০ : ২১

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

‘চারটি বিষয় খেয়াল রেখে কোনো মেয়েকে বিয়ে কোরো—সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারি। (এর মাঝে) দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দাও, তোমার হাত ধুলোয় ধূসরিত হোক[১]।’[২]

এই হাদিসের শিক্ষা হলো, সব সম্পর্কে তো বটেই, বিশেষভাবে বিয়ের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত দ্বীনদারিকে অন্য সকল কিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া। জীবনসঙ্গী পছন্দে দ্বীনদারি হতে হবে প্রধান মাপকাঠি।

এর অর্থ এই নয় যে, নারীর অন্যান্য গুণগুলো হেলাফেলার। কোনো নারী ধনী হলে স্বামী তার সম্মতিতে সে সম্পদ নিজের কাজে লাগাতে পারেন। স্ত্রীর সৌন্দর্য স্বামীকে শয়তানের প্রলোভন থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এজন্য বলা আছে, যদি দুজন নারী দ্বীনদারিতে সমমাপের হয়, তবে সে ক্ষেত্রে অধিক সুন্দরী যে জন তাকে পছন্দ করা যায়। কিন্তু অসুন্দরী দ্বীনদার মহিলার পরিবর্তে বেদ্বীনদার সুন্দরীকে পছন্দ করা অনুচিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

‘তোমরা শুধু রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মেয়েদের বিয়ে কোরো না। এ সৌন্দর্য হয়তো তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। হয়তো এ সম্পদ তাদের অপকর্মের কারণ হবে। বরং দ্বীনদারি দেখে তাদের বিয়ে করো। চ্যাপ্টা নাকের কুৎসিত দাসীও অধিক উত্তম যদি সে দ্বীনদার হয়।’[৩]

অবশ্য বর্তমানে সচেতন দ্বীনদার মানুষেরা দ্বীনদার জীবনসঙ্গীই খুঁজে থাকেন। সমস্যা তৈরি হয়, যখন দ্বীনদার নয় এমন দুজন বিয়ে করে—পরে তাদের একজন সত্যপথের দিশা পায়, অন্যজন আগের অজ্ঞতার মাঝেই রয়ে যায়। শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত। আসলে দাম্পত্য জীবনে ব্যর্থতার পেছনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বৈপরীত্য যতটা না দায়ী, তারচেয়ে বেশি দায়ী তাদের ব্যক্তিত্ব ও অভ্যাসের সাংঘর্ষিক দিকগুলো।

---

১. এর অর্থ হলো, তাহলে তুমি সফলকাম হবে। تَرِبَتْ يَدَاكَ - এই কথাটি মানুষকে উৎসাহ দিতে বলা হয়।

২. বুখারী (৫০৯০), মুসলিম (১৪৬৬), আবু দাউদ (২০৩২), নাসাঈ (৬/৬৮), ইবনে মাজাহ (১৮৫৮), দারিমি (২১৭০), আহমাদ (২/৪২৮), বায়হাকী (৭/৭৯), ইবনে হিব্বান (৪০২৫, ৪০২৬)

৩. ইবনে মাজাহ (১৮৫৯), বায়হাকী (৭/৮০), ইবনে ‘আমর রা. থেকে বর্ণিত। আলবানি তার আদ-দ্বয়িফাতে হাদিসটি দুর্বল বলেছেন।

এজন্য বিয়ের আগে দুপক্ষের উচিত সম্ভাব্য সঙ্গীর ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া। উভয় পরিবারের দায়িত্ব হলো সকল প্রকার প্রাসঙ্গিক তথ্য খোলাখুলি জানানো। ভেবে দেখুন, বিয়ের পর সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার চেয়ে বিয়ের আগেই সম্পর্ক থেমে যাওয়া ভালো নয় কি?

মেয়ের পরিবার যেমন তার দোষ-গুণ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে, তেমনি ছেলের পরিবারও তাদের সন্তান সম্পর্কে ভালো জানে। পরিবারের মেয়ে সদস্যরা তাদের মেয়ে সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে। তাই ছেলের পরিবারের কোনো মহিলা কনের মা বা বোনের সাথে খুব সহজেই তার ব্যাপারে খোলাখুলি আলাপ করতে পারে। একই কথা ছেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ছেলের সম্পর্কে তার বাবা বা ভাই সবচেয়ে ভালো জানবেন। এভাবে সরাসরি কোনো সম্পর্কে না জড়িয়ে খুব সহজেই একে অপরের সম্পর্কে জানা সম্ভব।

বিয়ের কথা ঠিক হওয়ার পর অনেকেই একটি বড় ভুল করে। মনে করে, বিয়ের আগে ডেটিং বা দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানা যাবে। প্রথমত এটা ইসলাম পরিপন্থী; দ্বিতীয়ত এটা অনেক বড় ভুল ধারণা। দুবছর প্রেম করার পরেও খুব সামান্যই একে অপরের দুর্বলতা ও দোষ সম্পর্কে জানা সম্ভব। এ পুরোটা সময় দুজনেই একে অপরের কাছে নিজেকে সর্বোত্তমরূপে দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বিয়ের পর তারা সঙ্গীর আসল রূপ আবিষ্কার করে। এ কারণে পশ্চিমা দেশগুলোতে ডিভোর্সের হার অনেক বেশি।

ইসলাম ছেলেকে কিছু শর্তসাপেক্ষে বিয়ের আগে তার সম্ভাব্য স্ত্রীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার অনুমতি দিয়েছে। একবার এক সাহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন, তিনি এক আনসারী নারীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নবীজি ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তাকে দেখেছ?" সাহাবী জবাব দিলেন, "না।" তখন তিনি ﷺ তাকে বললেন, "যাও, তাকে একনজর দেখে নাও। কারণ, আনসারদের চোখে কিছু সমস্যা থাকে।"[১]

"আনসারদের চোখে কিছু সমস্যা থাকে" আলিমগণ এ কথার বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, আনসাররা ছিলেন ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন। অন্যদের মতে, তাদের চোখ

১. মুসলিম (১৪২৪), আহমাদ (২/৭৬, ২৯৯) এবং ইবনে হিব্বান (৪০৩০), আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত।

ছোট ছোট ছিল। আরেক দল আলেমের মতে, তাদের চোখ ছিল নীলাভ। তবে আবু আওয়ানার মুসতাখরাজে বর্ণিত এই হাদিসের শেষে অতিরিক্ত বলা আছে, "তাদের চোখগুলো ছোট ছোট।" এই বর্ণনা অনুসারে সবচেয়ে শক্তিশালী মত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের চোখের আকারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

মুগীরা ইবনে শুবাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি এক মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। এ কথা শুনে নবীজি ﷺ তাকে বললেন, "তাকে দেখে নাও, এতে করে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হবে।"[১]

একবার এক মহিলা নবীজি ﷺ-এর কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। নবীজি ﷺ তার দিকে একবার তাকালেন, আরেকবার ভালো করে তাকালেন। তারপর তাঁর চোখ নামিয়ে ফেললেন। মহিলাটি বুঝতে পারলেন, তিনি ﷺ আগ্রহী নন।[২]

বিয়ের আগে নবীজি ﷺ উম্মে সালিম রা.-এর কাছে একজন মহিলাকে এই বলে পাঠিয়েছিলেন, "তার মুখের গন্ধ আর দু-পায়ের নলার পেছনের মাংসপেশি খেয়াল করে দেখো।"[৩]

বর্তমানে বিয়ের প্রস্তাব থেকে শুরু করে কবুল বলা পর্যন্ত পুরো পথটি কৃত্রিম সব আচার-অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ থাকে। ছেলে-মেয়ে দুজনেই সর্বোত্তম পোশাক পরে কেমন যেন অভিনয় করে। এই কৃত্রিমতার ধোঁয়াশায় হবু জীবনসঙ্গী সম্পর্কে খুব কমই ধারণা পাওয়া যায়। আমাদের এ রীতি বদলানো প্রয়োজন। আমাদের এমন রীতি গড়ে তোলা উচিত যার মাধ্যমে হবু জীবনসঙ্গী সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে। তার দ্বীনদারি, আদব-আখলাক, চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি এসবই তো জানা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এমন জীবনসাথিই বেছে নেওয়া উচিত, যার সাথে আপনার নিজের চিন্তা-স্বভাবে মিলে।

এটা ঠিক, সম্পদ ও সৌন্দর্যের গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু স্বভাব ও চরিত্রের সামনে এগুলো গৌণ। ইসলাম আমাদের দ্বীনদারি ও চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতে বলে। জীবনসঙ্গী

---

১. আহমাদ (৪/২৪৫, ২৪৬), তিরমিজি (১০৮৭), দারিমি (২১৭২), নাসাঈ (৭/৬), ইবনে মাজাহ (১৮৬৫) এবং ইবনে হিব্বান (৪০৩২)

২. বুখারী (৫১২০)

৩. আহমাদ (৩/২৩১), তার সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত। বাযযারও একই হাদিস বর্ণনা করেছেন তার মাজমা' আয-যাওয়া'ইদে (৪/২৭৬)। হাকিম (২/১৬৬) হাদিসটি নির্ভরযোগ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে যাহাবী ও বায়হাকীও (৭/৮৭) বর্ণনা করেছেন।

নির্বাচনে ইসলামের এই নির্দেশকে সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে। তারপর আসবে সম্পদ ও সৌন্দর্য।

দ্বীনদারি ও ধার্মিকতায় নিজের সাথে মিলে এমন মানুষকেই বিয়ে করা উচিত। এ ব্যাপারে আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'তোমরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা স্মরণে রেখে উত্তম মেয়ে বিয়ে করো, সমতা (কুফু) বজায় রেখে বিয়ে করো, (নিজের মেয়েকে) বিয়ে দিতেও সমতা বজায় রাখো।'[১]

ধার্মিক জীবনসঙ্গী আপনাকে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলতে সাহায্য করবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'যাকে আল্লাহ ﷻ দ্বীনদার নারী (স্ত্রী হিসেবে) দিয়েছেন, তার দ্বীনের অর্ধেকের ব্যাপারে তাকে তিনি সাহায্য করেছেন। বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন তাঁকে ভয় করে।'[২]

জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে দ্বীনদারিকে। এরপর আসে সৌন্দর্য। মানুষ তার স্ত্রীর সৌন্দর্যে সন্তুষ্ট থাকলে দ্বীনের পথে অবিচল থাকাও সহজ হয়। দেখতে অসুন্দরী স্ত্রীর মাঝে পুরুষের অতৃপ্ত রয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যে হাদিসে দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে সৌন্দর্যের গুরুত্ব অস্বীকার করা হয়নি; বরং রসূলুল্লাহ ﷺ দ্বীনদারি বাদ দিয়ে শুধু সৌন্দর্য বা অন্য কারণে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

সুন্দরী কিন্তু বেদ্বীনদার স্ত্রী স্বামীর জন্য অনেক বড় পরীক্ষা। সে তার আচরণ যেমন সহ্য করতে পারে না, তেমনি তালাক দিয়ে তাকে ছাড়া যে থাকবে, সেটাও পারে না। তার অবস্থা সেই লোকের মতো যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলেছিল,

"আমার স্ত্রীকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসি। অথচ সে কোনো স্পর্শকারীর হাত

---

১. ইবনে মাজাহ (১৯৬৮), হাকিম (২/১৬৩) এবং দারা কুতনী (৩/২৯৯)। আলবানি তার সহীহাতে হাদিসটি নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

২. হাকিম (২/১৬১)। তার মতে, 'এই হাদিসের সনদ নির্ভরযোগ্য, যদিও তারা (বুখারী ও মুসলিম) এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি।' যাহাবীও একই মত দিয়েছেন। আলবানি তার সহীহাতে (৬২৫) একে হাসান বলেছেন।

ফিরিয়ে দেয় না[১] ।" তিনি বললেন, "তাকে তালাক দাও।" সে বলল, "আমি তাকে ছাড়া থাকতে পারব না।" তিনি বললেন, "তাহলে রেখে দাও।"[২]

রসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীকে রাখার জন্য বলেছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, হয়তো তালাক দেওয়ার পর লোকটি তাকে পাওয়ার জন্য নিষিদ্ধ পথে পা বাড়াতে পারে। তাই সৌন্দর্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো দ্বীনদারি ও তাকওয়া। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো দ্বীনদার স্ত্রী।"[৩]

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য

মানুষ তার নিজের ও পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা তার দায়িত্ব। আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

---

১. 'সে কোনো স্পর্শকারীর হাত ফিরিয়ে দেয় না' এর দু-ধরনের অর্থ হতে পারে। অনৈতিক সম্পর্ক করতে চায় এমন পুরুষকে সে ফিরিয়ে দেয় না, কিংবা কেউ তার স্বামীর সম্পদ চেয়ে বসলে সে 'না' করে না। অনেক আলিম বলেন, 'তাকে রাখো' এর অর্থ, 'তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো।' অনেক আলিমের মতে, 'সে কোনো স্পর্শকারীর হাত ফিরিয়ে দেয় না' এর অর্থ অনৈতিক শারীরিক সম্পর্ক নয়; বরং এরচেয়ে কম মাত্রার। যেমন : চুমো দেওয়া বা স্পর্শ করা। নতুবা লোকটি সরাসরি তার ব্যাপারে জিনার অভিযোগ করত। এই হাদিসের বিস্তারিত আলোচনা 'আউনুল-মা'বুদ গ্রন্থে করা হয়েছে। 'সে কোনো স্পর্শকারীর হাত ফিরিয়ে দেয় না' এর দু-ধরনের অর্থ হতে পারে। অনৈতিক সম্পর্ক করতে চায় এমন পুরুষকে সে ফিরিয়ে দেয় না, কিংবা কেউ তার স্বামীর সম্পদ চেয়ে বসলে সে 'না' করে না। অনেক আলিম বলেন, 'তাকে রাখো' এর অর্থ, 'তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো।' অনেক আলিমের মতে, 'সে কোনো স্পর্শকারীর হাত ফিরিয়ে দেয় না' এর অর্থ অনৈতিক শারীরিক সম্পর্ক নয়; বরং এরচেয়ে কম মাত্রার। যেমন : চুমো দেওয়া বা স্পর্শ করা। নতুবা লোকটি সরাসরি তার ব্যাপারে জিনার অভিযোগ করত। এই হাদিসের বিস্তারিত আলোচনা 'আউনুল-মা'বুদ গ্রন্থে করা হয়েছে।

২. নাসাঈ (৬/৬৭)

৩. মুসলিম (১৪৬৭), নাসাঈ (৬/৫৬, ৫৭), ইবনে মাজাহ (১৮৫৫), আহমাদ (২/১৬৮) এবং ইবনে হিব্বান (৪০২০)